রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২০ সনের ৫০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১০, ২০২০

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭২৭—৭৩৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৯৫—৯১৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২২৫—২৩১
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৩৫—৯৭৬
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২১—২২
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৩.১৮(বি.মা.)-৩১৮—যেহেতু, বেগম রোজী আকতার (পরিচিতি নম্বর-১৬৬৭০), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাজিরপুর, পিরোজপুর গত ২৭-০২-২০১৭ তারিখ হতে ০৬-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডামুড্যা, শরীয়তপুর হিসেবে কর্মরত থাকাকালে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করে বিনা ছুটিতে কর্মস্থলের বাইরে অবস্থান করা, প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান করা হলেও বিনা অনুমতিতে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ না করা, ছুটির আবেদন দিয়ে কর্মস্থলের বাইরে অবস্থান করে বদলির তদবীর করা, সহকর্মীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ, গাড়িচালক না থাকার অজুহাতে বাসভবনে বসে দাপ্তরিক কার্য সম্পাদন করা, প্রকল্পের ১,৫৮,০০০ (এক লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ৫ মাসের অধিক সময় নিজের কাছে রাখা, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পোষাক সরবরাহের ১৯,৬৯০ (উনিশ হাজার ছয়শত নব্বই) টাকা আত্মসাতের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা", "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ"-এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ২২-১১-২০১৮ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৪.১৮ (বি.মা.)-৭১৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ১০-১২-২০১৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ২০-৩-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় জনাব মোঃ হেলালুজ্জামান সরকার (পরিচিতি নম্বর ১৫৭৭৯), উপসচিব, বিধি-৫ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ২৫-১১-২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম রোজী আকতার (পরিচিতি নম্বর-১৬৬৭০) গত ৯-০৫-২০১৮ ও ১০-০৫-২০১৮ তারিখ নৈমিত্তিক ছুটিসহ ১১-০৫-২০১৮ ও ১২-০৫-২০১৮ তারিখ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কর্মস্থল ত্যাগ সংক্রান্ত আবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করেন কিন্তু উক্ত ছুটির আবেদন অনুমোদন না হলেও ০৯-০৫-২০১৮ তারিখ বুধবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করেন, তার অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর মোবাইলে বারংবার ফোন করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কর্তৃক তার স্বামীর মোবাইল নম্বর সংগ্রহপূর্বক ফোন করা হলে তার স্বামী জানান তিনি (রোজী আকতার) ও তার সন্তান অসুস্থ এবং তিনি ঢাকায় অবস্থান করছেন ও পরবর্তীকালে ২০-০৫-২০১৮ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেন এবং তিনি একটি দায়িত্বশীল পদে কর্মরত থাকার পরও কর্তৃপক্ষকে কোনো প্রকার অবহিত না রেখে ০৯-০৫-২০১৮ তারিখ হতে ১৯-০৫-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলের বাইরে থাকার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদারণ" এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ;

৪। যেহেতু, বেগম রোজী আকতার (পরিচিতি নম্বর-১৬৬৭০)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদারণ"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের ২৯-১২-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮৪.২৭.০০৩.১৮(বি.মা.)-৫৯৫ নং প্রজ্ঞাপনমূলে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদন্ড প্রদান করা হয়;

৫। যেহেতু, বেগম রোজী আকতার (পরিচিতি নম্বর-১৬৬৭০) উক্ত দন্ডাদেশ মওকুফের নিমিত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে ১৯-০৩-২০২০ তারিখে আপিল আবেদন করেন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে ১৫-০৯-২০২০ তারিখে "আপিল আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করে তাকে প্রদত্ত 'তিরস্কার' দন্ড বাতিল করা হল" মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন;

৬। সেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় সিদ্ধান্তের আলোকে বেগম রোজী আকতার (পরিচিতি নম্বর-১৬৬৭০)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় এ মন্ত্রণালয়ের ২৯-১২-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৩.১৮(বি.মা.)-৫৯৫ নং প্রজ্ঞাপনমূলে আরোপিত 'তিরস্কার' সূচক লঘুদন্ড এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ: ০৫ অক্টোবর ২০২০

নং বিচার-৭/২এন-১৯/৯৩-১৯৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোঃ গোলাম রসুল, পিতা-আঃ বারী, মাতা-সাহেদা বেগম, গ্রাম-উত্তর ঘনিরামপুর, ডাকঘর-তারাগঞ্জ-৫৪২০, উপজেলা-তারাগঞ্জ, জেলা-রংপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার ০২নং কুর্শা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ০৬ অক্টোবর ২০২০

নং বিচার-৭/২এন-৩২/২০০২(অংশ)-১৯৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোঃ মাহবুবুর রহমান, পিতা-মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মাতা-মোছাঃ মুক্তিয়ারা খাতুন, গ্রাম-জাহাঙ্গীর গাঁতী, ডাকঘর-বোয়ালিয়া, উপজেলা-তাড়াশ, জেলা-সিরাজগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার নবগঠিত তাড়াশ পৌরসভার জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৭/০৪ অক্টোবর ২০২০

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৭.১৭-২২৮—যেহেতু, জনাব মোঃ আবু জাফর সিদ্দিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগে কর্মরত অবস্থায় ৫০ শয্যা হাসপাতাল ও হাসপাতাল সংলগ্ন বিভিন্ন কোয়ার্টারস, অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত ও সংস্কার কাজের ৫,৭৭,৬৬,০০০ (পাঁচ কোটি সাতাত্তর লক্ষ ছিষট্টি হাজার) টাকা ব্যয়ের অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে স্থানীয় ও দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়াই স্থানীয় ঠিকাদার বাদ দিয়ে ঢাকা ও সিলেটের ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ সম্পন্ন করেন। এছাড়া, রাস্তার কাজের জন্য বরাদ্দকৃত ১০,৬১,৯১৫ (দশ লক্ষ একষট্টি হাজার নয়শত পনের) টাকার মধ্যে ৫০,০০০ টাকার কাজ সম্পন্ন করে সম্পূর্ণ কাজের বিল পরিশোধ, ১৫টি এসির মধ্যে ৭টি এসি সরবরাহ ও সংযোজন এবং ৮টি এসি সরবরাহ না করে পূর্ব নির্ধারিত ঠিকাদারের সাথে যোগসাজসে সরকারি অর্থ অনিয়মের মাধ্যমে ব্যয় করেন। সে কারণে তার বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০২/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলায় লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষীর বক্তব্য উপস্থাপিত হয়নি। প্রত্যাশী সংস্থার বক্তব্য গ্রহণ করা হয়নি;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার নথি এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিবেদনে কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষীর বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়নি। প্রত্যাশী সংস্থার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দ রাজস্ব খাতভুক্ত হওয়ায় ৩০ শে জুনের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের নিয়ম ও পরবর্তীতে গৃহীত অর্থ বরাদ্দ হতে বিলম্ব বা অনিশ্চয়তার বিষয়টি বিবেচনা করেই তিনি গণপূর্ত বিভাগের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার হওয়ায় ও মালামাল সাইটে মজুদ থাকার কারণে ঠিকাদারকে বিল প্রদান করেন। প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে নির্মাণ সামগ্রী অপসারণের পর রাস্তার কাজ সমাপ্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারের কোনো প্রকার আর্থিক ক্ষতি হয়নি। তবে কাজ শেষ না করেই সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করা অনিয়ম হয়েছে যা সরকার পক্ষের প্রতিনিধি বক্তব্য দিয়েছেন;

যেহেতু, হাসপাতালের মেরামত ও সংস্কার কাজ চলাকালীন ১১টি এসি স্থাপন করা হয় এবং স্থাপনের জন্য রুম উপযোগী না হওয়ায় ৪টি এসি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। হাসপাতালে চাহিত ১৫টি এসি সরবরাহ করা হয় এবং এতে কোনো আর্থিক অনিয়ম হয়নি মর্মে রাষ্ট্রপক্ষ বক্তব্য দিয়েছেন।

সার্বিক পর্যালোচনায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি না হলেও কাজ সম্পাদনে নিয়মের ব্যত্যয় হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ আবু জাফর সিদ্দিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ (বর্তমানে দিনাজপুর গণপূর্ত বিভাগ) এর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত ০২/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ ভাদ্র ১৪২৭/১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৪২.০০.০০০০.০৩১.১৯.০৯৩.১৬-২৭০—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (ইষ্ট রিজিয়ন) জনাব মহম্মদ আলী-কে যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর সদস্য পদে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলমগীর হোসেন
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৭/০৪ অক্টোবর ২০২০

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১৪২.১০-১৮২—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955) এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	শালগাড়িয়া	৮০	৪৫৫৫	পাবনা সদর	পাবনা

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯-১৮৩—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955) এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	কাশিমপুর	৩১	১৪৭৬	ফেনী সদর	ফেনী
২	কাজীরবাগ	৬০	১৬৮৪	ফেনী সদর	ফেনী
৩	মটবী	৭৫	৯৬৫	ফেনী সদর	ফেনী

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭১.১৯-১৮৪—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955) এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	ডালাইরচর	২৪	১০৮৮	কানাইরঘাট	সিলেট	মহামান্য হাইকোর্টের ৮৩২৪/১৫ নম্বর রিট মামলা থাকায় ৪৭, ৫৮৩, ৯৭৮ ও ১০৮৭ খতিয়ান ব্যতীত।
২	নয়াতালুক	২৫	২৪৯	কানাইরঘাট	সিলেট	মহামান্য হাইকোর্টের ১২৬৭/১৫ নম্বর রিট মামলা থাকায় ১৯০, ১৯২ ও ১৯৫ খতিয়ান ব্যতীত।
৩	কেশরকোনা	৪২	৮৬৭	জকিগঞ্জ	সিলেট	মহামান্য হাইকোর্টের ১৩৪৪৯/১৫ নম্বর রিট মামলা থাকায় ৮৬৫ খতিয়ান ব্যতীত।
৪	আলমনগর	৭০	১৫২০	জকিগঞ্জ	সিলেট	
৫	গজকাপন	৮০	৩৪৭	জকিগঞ্জ	সিলেট	
৬	লামা ঢিসকিবাড়ী	৩৪	১৮১	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট	
৭	খানুয়া	৩	৮৪২	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	
৮	বরইকান্দি	৬	১৪১৮	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	
৯	খুজারখলা	৭	৬৯৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	
১০	আজমতপুর	৬৪	১৩৬৩	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	মহামান্য হাইকোর্টের ১২৪১৯/১৫ নম্বর রিট মামলা থাকায় ৪৩০ খতিয়ান ব্যতীত।
১১	কালারুকা	১৩	২১২১	সিলেট সদর	সিলেট	
১২	পালপুর পশ্চিম	১৪	১৪৮৪	সিলেট সদর	সিলেট	
১৩	নোয়াগাঁও মধ্য	২৬	১০৩৩	সিলেট সদর	সিলেট	
১৪	ছালিয়া	৪৫	১৭৩১	সিলেট সদর	সিলেট	
১৫	তারাপুর টি গার্ডেন	৭৩	২৩৯	সিলেট সদর	সিলেট	
১৬	কসবা কুইটুক	৮৩	১৫৮	সিলেট সদর	সিলেট	
১৭	পাথরিয়া	১৬	২৩২১	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
১৮	ইমাম নগর	২২	২১৭	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
১৯	দক্ষিণ হাসকুড়ি চক্	৩৬	৮২১	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
২০	টাইলা	৩৯	৬৬৩	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
২১	মধ্যহাসকুড়িচক	৪৫	৩৪৫	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
২২	দলমৈশাকরের গাঁও	৪৬	২৬৩	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
২৩	পঞ্চাশ হাল	৫৭	১৩৯১	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
২৪	দূর্গাপাশা	৬৫	১৩১৬	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
২৫	আমদপুর রাজাপুর	৭৭	১১৪	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
২৬	গোসাইনপুর	৯৮	৯৯	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
২৭	ভবানীপুর	১৭৫	৬৭০	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ	
২৮	রছুলপুর	১৭৮	৯০৫	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ	
২৯	লেদারবন্দ	৬৫	১৭৪	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ	ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরের ১৮-০৩-২০ তারিখের ৩১.০৩.২৬৯২.০০৩.২০.০২৪. ১৭-৩০০ নম্বর স্মারকাদেশ এবং দুদক কর্তৃক মূল রেকর্ড জব্দ থাকায় ২৮ ও ৩৫ খতিয়ান ব্যতীত।
৩০	রামেরবন্দ	২৩	১২০	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
৩১	শামারগাঁও	৩০	১৪৫	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
৩২	জাহাঙ্গিরগাঁও	৩৩	১৬	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
৩৩	আন্দাইরগাঁও	৭০	১২৭	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
৩৪	মরাকাষ্ঠগঙ্গা	১০০	৯১৮	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
৩৫	নালুয়া	১০৭	৬৭১	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
৩৬	কৃষ্ণনগর রাধানগর	১১০	৬৪৪	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
৩৭	উত্তর পরানপুর	১৩৩	৮	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
৩৮	রামনাথ	১৩৫	৮৫	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
৩৯	আশাতলা	১৭	৩৮৬	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৪০	দ্বিমুড়া	১৩৭	৬৮৫	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৪১	ফদ্রখলা	১৪০	৩১৪	বাহুবল	হবিগঞ্জ	
৪২	হারুনপুর	২৬	১৪৩	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৪৩	খাসেরবন্দ	২৭	২১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৯.১৪(অংশ-১).১৮৫—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955) এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	গোড়পাড়া	২৯	২২৫৯	সারসা	যশোর
২	বসতপুর	১২৪	৩৯৯৫	সারসা	যশোর
৩	মাগুরা	৪১	১৮৮৪	ঝিকরগাছা	যশোর
৪	কীর্ত্তিপুর	৬৭	৯৫৫	ঝিকরগাছা	যশোর
৫	গৌরসুটী	১১	৮১৯	ঝিকরগাছা	যশোর
৬	নারাঙ্গালী	৯৯	৭৭৬	ঝিকরগাছা	যশোর
৭	দিগদানা	১৫৯	১০১৯	ঝিকরগাছা	যশোর
৮	বারইখালী	১৮৩	৮৮৫	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
৯	চন্ডাল জানি	২৩৫	৪৯০	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
১০	সাতগাছি	৫২	৫০১	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
১১	উত্তর কৃষ্ণনগর	৫৭	৫৩৪	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
১২	বিষ্নদিয়া	১১৯	৪৭১	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
১৩	মনোহরপুর	১২১	৫৪৯	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
১৪	বিশ্বনাথপুর	১১৮	২৩৯	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
১৫	বাথানগাছি	১২০	২২৯৬	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
১৬	সুন্দরপুর	১৩৫	১৬৯১	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
১৭	শুঁড়া	৩২	১৫০৭	হরিণাকুন্ডু	ঝিনাইদহ
১৮	উত্তর সিঙ্গা	৩৩	২১৩৪	নড়াইল সদর	নড়াইল

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৫৭.১০(অংশ-১).১৮৬—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955) এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	উত্তম	৫২	৩০৪৯	রংপুর সদর	রংপুর
২	পীরজাবাদ	৫৭	২৩১৭	রংপুর সদর	রংপুর
৩	পার বোয়ালমারী	১৭	৩৭৪	পীরগঞ্জ	রংপুর
৪	শিমুলবাড়ী	৮৪	৩৬৭	পীরগঞ্জ	রংপুর
৫	হোসেনপুর	৮৬	৪৬৭	পীরগঞ্জ	রংপুর
৬	সাহাপাড়া হাজীপুর	১৪৬	৮৫৬	পীরগঞ্জ	রংপুর
৭	গোবর্দ্ধনপুর	১৫৪	২৭৫	পীরগঞ্জ	রংপুর
৮	রায়তী সাদুল্লাপুর	১৯২	৩৬৪	পীরগঞ্জ	রংপুর
৯	তাহেরপুর মজিলা	২৩২	২০৬	পীরগঞ্জ	রংপুর
১০	সুরানন্দপুর	২৬০	২২৪	পীরগঞ্জ	রংপুর
১১	গাঙ্গজোয়ার	২৮৭	৪৮৬	পীরগঞ্জ	রংপুর
১২	টুকনীপাড়া	২৯৪	৩৩৮	পীরগঞ্জ	রংপুর
১৩	শ্রীরামপুর	৩০০	৫২০	পীরগঞ্জ	রংপুর
১৪	আরাজী দেশীবাই	১৫	১৯৮	জলঢাকা	নীলফামারী
১৫	আরাজী পাঠানপাড়া	৩১	২০৫	জলঢাকা	নীলফামারী
১৬	বিন্যাকুড়ি	৪৩	৬৬৬	জলঢাকা	নীলফামারী
১৭	দক্ষিণ বড়ভিটা	৮	১৫১৮	কিশোরগঞ্জ	নীলফামারী
১৮	ঝগড়ার চর	৮	২৮১৭	রৌমারী	কুড়িগ্রাম
১৯	চান্দামারী	৬৩	১২৮৬	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
২০	নন্দনপুর	৩৭	৫২৯	নাগেশ্বরী	কুড়িগ্রাম
২১	বলরামপুর	৪১	২৯০৬	নাগেশ্বরী	কুড়িগ্রাম
২২	কন্যামতি	৬৩	১৩৮	নাগেশ্বরী	কুড়িগ্রাম
২৩	জাউনিয়ার চর	২৬	২৭৭৪	রাজিবপুর	কুড়িগ্রাম
২৪	পূর্ব বজরা	৫৩	৯৭৪	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
২৫	বতুয়াতলী	১৩৯	১৫১	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
২৬	চর দুর্গাপুর	১৪৪	৬	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
২৭	গজিয়াপাড়া	৮৯	১৬৪	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা

২৮	জিয়ারগ্রাম দামোদরপুর	১৫১	২৭৮	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৯	নোদাপুর	১৭৯	১২৩	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩০	বড় খোদাপুর	২১৬	২৬৮	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩১	রুদ্রনগর	২১৯	৩৬৩	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩২	ছোট সোহাগী	২২৯	২৯৩	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৩	কন্দর্পপুর	২৬৩	৫৭১	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৪	বারনা আকুব	২৬৫	৬৫৩	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৫	বামনহাজরা	৩১১	৩২২	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৬	বার পাইকা	৩২৮	৩৯৪	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৭	নীলকণ্ঠপুর	৩২৯	৪০১	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪২৭/০৭ অক্টোবর ২০২০

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৬.১১-১৯০—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955) এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	পশ্চিম রহমতপুর	৬২	৭৯৬	বাবুগঞ্জ	বরিশাল
২	পূর্ব রহমতপুর	৬৪	৪৪৪	বাবুগঞ্জ	বরিশাল
৩	আন্ধারমানিক	৩৫	২৬০	উজিরপুর	বরিশাল
৪	খাটিয়েল পাড়া	৩৬	৫৪৩	উজিরপুর	বরিশাল
৫	উত্তর মালিকান্দা	৪১	৪৫৩	উজিরপুর	বরিশাল
৬	কাংশী	৪৫	৭৯৭	উজিরপুর	বরিশাল
৭	দামোদরকাটী	৫০	৫২৯	উজিরপুর	বরিশাল
৮	মুগাকাটী	৫৭	৪০৭	উজিরপুর	বরিশাল
৯	বানকাটী	১০১	৩৩৭	উজিরপুর	বরিশাল
১০	হরিদ্রাপুর	১০২	৫৫৩	উজিরপুর	বরিশাল
১১	নিত্যানন্দী	১০৫	৪১২	উজিরপুর	বরিশাল
১২	ভাইটশালী	১১০	৪৪০	উজিরপুর	বরিশাল
১৩	কাঁকড়াধারী	১১৮	৪৩৫	উজিরপুর	বরিশাল
১৪	উত্তর ভালুকসী	৬	৫৭২	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
১৫	রাঙ্গাতা	২৬	১০৫৩	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
১৬	পয়সা	৩৪	১৮৩৮	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
১৭	দক্ষিণ সিহিপাশা	৪৫	৩৮৮	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
১৮	দাসপট্টী	৪৭	৩৭৭	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
১৯	চাঁদত্রিশিরা	৫৯	১৬০৬	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
২০	রত্নপুর	৭৭	১২০৪	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
২১	হরিসনা (কাসেমাবাদ)	৮১	১৭৪২	গৌরনদী	বরিশাল
২২	চর কুতুবপুর	৮৪	৩২৪	গৌরনদী	বরিশাল
২৩	নান্দিয়া	৯৬	৮৯	বরিশাল সদর	বরিশাল
২৪	দুর্গাপুর	৯৮	১৩১	বরিশাল সদর	বরিশাল
২৫	রাজাপুর	১০৩	৬২৯	বরিশাল সদর	বরিশাল
২৬	হিজলতলা	১২৭	৮৩৭	বরিশাল সদর	বরিশাল
২৭	সোনামুখী	১০৪	৭৫২	মেহেন্দীগঞ্জ	বরিশাল
২৮	জালিয়ারচর	১১৪	১২৭৮	মেহেন্দীগঞ্জ	বরিশাল
২৯	শ্রীরামপুর	১৬	৪৯৫	নলছিটি	ঝালকাঠী
৩০	ডহর পাড়া	১৭	৫৭০	নলছিটি	ঝালকাঠী
৩১	ডুবিল	২০	৪১০	নলছিটি	ঝালকাঠী
৩২	সিদ্ধ কাটী	৫৮	২৩১	নলছিটি	ঝালকাঠী
৩৩	বিরাট	১১০	৩৯৭	নলছিটি	ঝালকাঠী
৩৪	দক্ষিণ দুধরিয়া	১১৬	২১৫	নলছিটি	ঝালকাঠী
৩৫	কৃষ্ণ কাটী	১০৬	২৪১৭	ঝালকাঠী সদর	ঝালকাঠী
৩৬	পার গোপালপুর	৩০	৩০৯	রাজাপুর	ঝালকাঠী
৩৭	আদাখোলা	৪২	১৭৪৫	রাজাপুর	ঝালকাঠী

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৩৮	জীবনদাসকাটী	৪৫	৮১৭	রাজাপুর	ঝালকাঠী
৩৯	পূর্ব্ব চর বাঘরি	৫৬	১৯৬	রাজাপুর	ঝালকাঠী
৪০	উত্তর সাউদপুর	৫৯	৫৮৯	রাজাপুর	ঝালকাঠী
৪১	দক্ষিণ সাউদপুর	৬৫	৪২৬	রাজাপুর	ঝালকাঠী
৪২	পিরোজপুর	৬৬	২২২৪	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
৪৩	চাতর	৫	৯০২	নাজিরপুর	পিরোজপুর
৪৪	যুগীয়া	১৪	১৭৪৪	নাজিরপুর	পিরোজপুর
৪৫	বাঘাজোড়া	১৭	২৪৪৫	নাজিরপুর	পিরোজপুর
৪৬	ছোট কুমারখালী	৪৬	১২০০	নাজিরপুর	পিরোজপুর
৪৭	কালীকাটী	৫৯	৮৯৮	নাজিরপুর	পিরোজপুর
৪৮	মাটিভাঙ্গা	২৬	২২৯৩	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর
৪৯	ঘোপখালী	১৯	২০৮	মঠবাড়ীয়া	পিরোজপুর
৫০	নলবুনিয়া	২৬	৪৬১	মঠবাড়ীয়া	পিরোজপুর
৫১	দধিভাঙ্গা	৬০	৩৭১	মঠবাড়ীয়া	পিরোজপুর
৫২	দক্ষিণ চরপতা	৫২	২২৪৯	ভোলা সদর	ভোলা
৫৩	চর রমেশ	৬১	১৫৬১	ভোলা সদর	ভোলা
৫৪	পশ্চিম চরকালী	৬৪	১৭০৮	ভোলা সদর	ভোলা
৫৫	চর পোটকা	৬৬	৯০৬	ভোলা সদর	ভোলা
৫৬	বড় চরসামাইয়া	৮২	২৩০২	ভোলা সদর	ভোলা
৫৭	জয়গোপী	৮৯	১৪৬৬	ভোলা সদর	ভোলা
৫৮	বাটামারা	১৯	১৬৬৬	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
৫৯	ছাগলা	২২	১২৩৫	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
৬০	চর গঙ্গাপুর	২৬	৬৮১	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
৬১	চর টিটিয়া	৪২	১৯৩৮	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
৬২	টবগী	৪৫	১৯৮২	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
৬৩	দালালপুর	৪৬	৩১৪৯	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
৬৪	নাজিরপুর	৫	৩০	লালমোহন	ভোলা
৬৫	চরপাতা	৭	৬১৩	লালমোহন	ভোলা
৬৬	চর প্যারীমোহন	৫১	৯২০	লালমোহন	ভোলা
৬৭	চাঁদপুর	৫৪	৫৮৯	লালমোহন	ভোলা
৬৮	চর আফজাল	৩০	১৭১৩	চরফ্যাশন	ভোলা
৬৯	মাঝেরচর	৫১	১৮৯৫	চরফ্যাশন	ভোলা
৭০	চর আর কলমী	৫২	১২১৮	চরফ্যাশন	ভোলা

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০০৭.১৬-১৯৩—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955) এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	বড়দেশ	৯৫	১০২৩	বিয়ানীবাজার	সিলেট	
২	গোয়ালগাঁও	৫	১২১০	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	
৩	কতোয়ালপুর	৪১	৫৯২	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
৪	সুন্দিসাইল	১৮	৬৯০	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
৫	নিমাদল	৪০	১০১৩	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
৬	জাঙ্গালহাটা	৪৯	৪৩৭	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
৭	নওয়াগাঁও উত্তর	৩	১০৬৩	সিলেট সদর	সিলেট	
৮	পলক	৩৬	৬১৩	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
৯	হায়াতপুর	৬৫	১৫৯৮	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	মহামান্য হাইকোর্টের ৯০১৮/১৫ নম্বর রিট মামলা থাকায় ৩২২ খতিয়ান নম্বর ব্যতীত।
১০	রনবিদ্যা	৩২	১৯৫৭	বিশ্বম্ভপুর	সুনামগঞ্জ	
১১	উত্তর খিদিরপুর	৪৭	৩২০	বিশ্বম্ভপুর	সুনামগঞ্জ	

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১২	পশ্চিম চান্দপুর	৪৯	৬৯৫	বিশ্বম্ভপুর	সুনামগঞ্জ	
১৩	পিরিজপুর	৫৬	৫৫২	বিশ্বম্ভপুর	সুনামগঞ্জ	
১৪	চান্দবাড়ী	৫৮	১৮৮	বিশ্বম্ভপুর	সুনামগঞ্জ	
১৫	এরুয়াখাই	৮০	২৭১	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
১৬	সুলতানপুর	৮১	২৬১	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
১৭	তেরাপুর	৩৫	৩১	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
১৮	আনোয়ারপুর	৬	১৩০	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
১৯	হরতকিতলা	৭২	২৯৯	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
২০	কান্তারগাঁও	৪১	১৩৬	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
২১	মুকিরগাঁও	৪৬	১৮৮	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
২২	জোয়াহিরগাঁও	৪৭	১১৫	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
২৩	চাইরওয়াদারী	৪৯	১০৮	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
২৪	বালিউড়া	৫২	১২৩	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
২৫	কুরুরগাঁও	৫৭	৮৮	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
২৬	মান্দারী	১১৫	৫৯	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
২৭	বাখরনগর	৫	৫৩৩	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
২৮	ফতেপুর	৬	৫৩৯	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
২৯	এক্তিয়ারপুর দক্ষিণ	৫৮	৩১৫	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৩০	হাড়িয়া	৬৮	৩১১	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৩১	হালুয়াপাড়া	৯৩	৭২৩	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৩২	সম্পদপুর দক্ষিণ	৯৬	৩০৩	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৩৩	সাজনপুর	৬২	২০১	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৩৪	মহাম্মদপুর দক্ষিণ	৯১	২৭৮	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৩৫	মোহনপুর দক্ষিণ	১৮১	৩২০	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৩৬	আবদুর রহিমপুর চক্	১১৩	৫৪৬	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
৩৭	ভাদৈ	৬৬	১৩৫৫	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০০৭.১৬-১৯৩—State Acquistion And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955) এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	দত্তবাড়িয়া	৬৭	৪৭৭	আদমদিঘী	বগুড়া
২	নিমকুড়ি	৮৭	৯৫১	আদমদিঘী	বগুড়া
৩	তিলোচ	৮৯	১৯৮৬	আদমদিঘী	বগুড়া
৪	আড়াইল	১০০	১২৭০	আদমদিঘী	বগুড়া
৫	তারতা	১০১	৫৪৬	আদমদিঘী	বগুড়া
৬	রাণীরপাড়া	২১	১০৬৪	সোনাতলা	বগুড়া
৭	বয়রা	৮৩	১২৯৩	সোনাতলা	বগুড়া
৮	নওদাবগা	৮৫	২২৭৮	সোনাতলা	বগুড়া
৯	তেঘরবিশা	৯৮	১৭৮১	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
১০	তাজপুর	১৫৫	৪৭৩	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
১১	জামালপুর বুজরুগ	১৬৩	২০৪১	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
১২	কসবা	৬৮	১৫৭৭	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা

উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ২৩ আশ্বিন ১৪২৭/০৮ অক্টোবর ২০২০

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৫.২০১৬-৩৫৭—যেহেতু ডা. হালিমা আকতার (১৩০১৮৭), মেডিকেল অফিসার, সোনামুখী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ গত ১১-০৫-২০১৫ খ্রি. হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন;

যেহেতু ডা. হালিমা আকতারের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত; যা বর্তমানে সংশোধিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'-এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৮-০৪-২০১৬ খ্রি. ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৫.২০১৬-৩২৬ নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক উক্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ডা. হালিমা আকতারকে চাকুরী হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে কমিশন উক্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করে; এবং

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক ডা. হালিমা আকতারকে তার অননুমোদিত অনুপস্থিত শুরুর তারিখ ১১-০৫-২০১৫ খ্রি. থেকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আবদুল মান্নান
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ আশ্বিন ১৪২৭/০৫ অক্টোবর ২০২০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৫.১৯-১৯৭—যেহেতু জনাব মোঃ আল মাহমুদ হাসান (বিপি-৭৭১০১২৬৮২২), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, উলিপুর সার্কেল, কুড়িগ্রাম ইতিপূর্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, হাটহাজারী সার্কেল চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মকালে হাটহাজারী থানার মামলা নং-০১, তারিখ ০২-০৪-২০১৭ ধারা ১৪৩/৪৪৮/৩৪২/৪৩৬/৪২৭/৩২৩/৫০৬ দঃবিঃ এর তদারকি কর্মকর্তা হিসেবে তদন্তকারী অফিসারকে কোনো তদারকি নোট প্রদান না করা, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কারণে তাঁর মোবাইল ফোন হতে অভিযোগকারী জনাব এম এম শামসুদ্দিন পারভেজ এর মোবাইল ফোনে ফোন করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করার ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদান করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১১-১২-২০১৯ তারিখের ৪৪.০০.০০০০. ০৫৮.২৭. ০১৫.১৯-২০৯ নম্বর স্মারকমূলে তাঁকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ০৯-০১-২০২০ তারিখ উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

২। যেহেতু, তাঁর আবেদন অনুযায়ী ১৫-০৯-২০২০ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, হাটহাজারী থানার মামলা নং-০১, তারিখ : ০২-০৪-২০১৭ খ্রি. ধারা নং-১৪৩/৪৪৮/৩৪২/৪৩৬/৪২৭/৩২৩/৫০৬ দণ্ডবিধি রুজু হওয়ার পর গত ০৩-০৪-২০১৭ তারিখ তিনি মামলার ঘটনাস্থল বুড়িশ্চর পরিদর্শন করেন। পরের দিন অর্থাৎ ০৪-০৪-২০১৭ তারিখ সকাল ৯:৩০ ঘটিকার সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেখানে পূর্ব হতে উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর), অফিসার ইনচার্জ, হাটহাজারী মডেল থানা এবং এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পুনরায় ঘটনাস্থলের আশপাশের লোকজনকে প্রকাশ্যে ও গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আবারও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে দাখিলকৃত অভিযোগপত্রের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার ডাকে গত ০৪-০৬-২০১৭ তারিখ পুলিশ অধিদপ্তরে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী জনাব এমএম শামসুদ্দিন পারভেজ এর ফোন নম্বর নিয়ে তাকে ফোন করে জানতে চেষ্টা করেন কেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি আসামীকে কোনোরূপ ভয়ভীতি বা হুমকি প্রদর্শন করেননি। অভিযোগকারীর সাথে কথা বলে তিনি নিশ্চিত হন যে, তিনি হাটহাজারী থানার মামলা নং-০১, তারিখ ০২-০৪-২০১৭ এর এজাহারনামীয় ও অভিযোগপত্রের ৩নং আসামি অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোনো অসদাচরণ করেননি জানিয়ে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা হাটহাজারী সার্কেলে কর্মকালে হাটহাজারী থানায় দায়েরকৃত মামলার ঘটনাস্থল গত ০৩-০৪-২০১৭ ও ০৪-০৪-২০১৭ তারিখ পরপর দু'দিন পরিদর্শন করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় আসামীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা মিথ্যা মামলায় জড়ানোর অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

৪। সেহেতু, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোঃ আল মাহমুদ হাসান (বিপি-৭৭১০১২৬৮২২), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, উলিপুর সার্কেল, কুড়িগ্রাম-কে ভবিষ্যতে সরকারি কাজে আরও সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দিয়ে বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২০ আশ্বিন ১৪২৭/০৫ অক্টোবর ২০২০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৫০৫—শাহজাহানপুর থানার মামলা নং-০১(০৩)১৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৫০৬—ধানমন্ডি মডেল থানার মামলা নং-০৪(০৫)১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(২)/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৫০৭—কদমতলী থানার এফআইআর নং-৫৫, তারিখ-২৬-১১-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ঈ)/৭/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৫০৮—উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-২৯(১১)১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(আ)(ঈ)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২০-৫০৯—বরিশাল জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৮৯, তারিখ-৩১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬/৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পানি সরবরাহ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৯ আশ্বিন ১৪২৭/০৪ অক্টোবর ২০২০

নং ৪৬.০৮৪.০১৮.০৩.০০.০০৬.২০১২.১৫৪—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬নং আইন) এর ৬(১)ঙ ধারার বিধান অনুযায়ী জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন এফসিএ, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ঢাকাকে দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে রাজশাহী ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ০৪-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৮৪.০১৮.০৩.০০.০০৬.২০১২.১৫৯—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬নং আইন) এর ৬(১)ঞ ধারার বিধান অনুযায়ী জনাব মোঃ মোস্তফা আলম (নান্নু), বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনকে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে রাজশাহী ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। তিনি রাজশাহী ওয়াসা বোর্ডের পূর্বের সদস্য ডাঃ তবিবুর রহমান শেখ এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ০৪-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সামছুল হক
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০২.১৮(বিমা)-৪৭২—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মশিউর রহমান (পরিচিতি নম্বর: ১৫৩৫৩), সিনিয়র সহকারী সচিব, (প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পিরোজপুর) এর বিরুদ্ধে ইতঃপূর্বে পৃথক একটি বিভাগীয় মামলায় আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (সি) বিধি মোতাবেক ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং একারণে তাঁকে উক্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক তাঁর "০১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত (Withholding of one increment for one year)" রাখার লঘুদণ্ড আরোপ করা হয় এবং তার অনুপস্থিতকাল ২২-০১-২০১৬ হতে ১৬-০২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ০১ বছর ২৫ দিন বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এবং উক্ত প্রজ্ঞাপন প্রাপ্তির পরও তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নের জন্য তার অনুকূলে ২২-০১-২০১৬ থেকে ১৬-০২-২০১৭ মঞ্জুরীকৃত অসাধারণ ছুটিকে প্রেষণে রূপান্তর করে ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রেষণ মঞ্জুর এবং তাঁর উপর আরোপিত দণ্ড মওকুফ করার জন্য আবেদন করলে তাঁর আবেদন অনুযায়ী তাঁর অনুকূলে বিনা বেতনে মঞ্জুরীকৃত অসাধারণ ছুটিকে প্রেষণে রূপান্তর করে ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রেষণের মেয়াদ বৃদ্ধির কোনো সুযোগ না থাকায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ইতঃপূর্বে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় লঘুদণ্ড আরোপ এবং ২২-০১-২০১৬ হতে ১৬-০২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ০১ বছর ২৫ দিন বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি গণ্য করার আদেশের বিষয়টি অবহিত হওয়ার পরও তিনি চাকুরীতে যোগদান করেননি; এবং

যেহেতু, তিনি গত ২২-০১-২০১৬ তারিখ থেকে ২২-১০-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত একনাগাড়ে মোট ০৩ বছর ০৯ মাস ০১ দিন বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে অবস্থান করে সরকারি চাকরি বিধির পরিপন্থী কাজ করেছেন; এবং

যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মশিউর রহমান এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০২.১৮(বিমা)-৪৫০ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে কেন সরকারি 'চাকুরী হতে বরখাস্ত' করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড আরোপ করা হবে না তার সন্তোষজনক লিখিত জবাব উক্ত বিধিমালার ৭(১)(খ) বিধি মোতাবেক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও তার লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়; এবং

যেহেতু, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় অভিযোগের বিষয়ে অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৩) বিধি মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত কর্মকর্তা যথাযথভাবে নোটিশ জারি করলেও অভিযুক্ত কর্মকর্তা তদন্তে উপস্থিত হননি এবং কোনো বক্তব্য প্রদান করেননি এবং তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' অভিযোগ সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে সরকারি 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একই বিধিমালার বিধি ৭(৯) মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মশিউর রহমান (পরিচিতি নম্বর: ১৫৩৫৩) দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল না করায় ইতঃপূর্বে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা বহাল রাখা হয় এবং তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদন্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান কে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মশিউর রহমান (পরিচিতি নম্বর: ১৫৩৫৩) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তার উপর সরকারি 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মশিউর রহমান (পরিচিতি নম্বর: ১৫৩৫৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, (প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পিরোজপুর) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালা এর ৪ণ্ড৩)(ঘ) বিধিমতে দণ্ড হিসেবে অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ হতে অর্থৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ থেকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।